দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম 6

এইচএসসি পরীক্ষার ফল ও তানভীর এহসানের ধারণা

'নেপথ্যে কিছু ঘটতে পারে'

।। গোলাম মাওলা রনি ।।

বড় হয়ে পদার্থ বিজ্ঞানী হবে না তড়িৎ প্রকৌশলী হবে এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে তানভীর এহসান তারিখ। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল করেছে। সে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৮ম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকার ওয়ারী স্ট্রীটের ২০ নম্বর বাসায় বসে কথা হচ্ছিলো তানভীরের সঙ্গে। তানভীর মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও পরিসংখ্যান বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত মোট নম্বরের পরিমাণ ৯৫৬। এ ফলাফলেও খুশী নয় সে। তার ধারণা নেপথ্যে কোন কিছু ঘটে থাকতে পারে। কেননা সে যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছে তাতে তার স্থান প্রথম ৩ জনের মধ্যে থাকার কথা।

অমায়িক ব্যবহার তানভীরের। সে জানালো, দৈনিক ৮ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। শুধু পাঠ্যপুস্তকই নয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা লেখকের একাধিক বই পড়ছে সে। বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে টুকিটাকি প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছে। দেশ-বিদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তার বেশ ধারণা রয়েছে। তানভীর জানায়, ক্যাডেট কলেজে ছুটি হলেই সে ঢাকায় চলে আসতো এবং প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়াশুনা করতো। উন্নতমানের নোট তৈরীর জন্যে সে একাধিক বই ব্যবহার

এখন কি করবে? এ ধরনের একটি প্রশ্নের জবাবে তানভীর জানায়, 'আমার ফার্স্ট চয়েজ তড়িৎ কৌশলী হওয়া। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে পদার্থ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবো। তবে এখন আমি 'টোফেল'-এ হাই স্কোর করার জন্যে পড়াশুনা করছি। সম্ভবতঃ যুক্তরাষ্ট্রের কোন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হতে যাচ্ছি।' বাংলাদেশে পড়বে না কেনো? এখানে সন্ত্রাস হয়, নিরাপত্তা নেই, সেসন জট রয়েছে তাই উত্তর দেয় সে। আলাপ-আলোচনা চলছিলো বেশ আন্তরিক পরিবেশেই। তানভীরের আম্মা মিসেস নওরোজ জাহান বিউটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগছে ছেলের এই সাফল্যে? স্বাভাবিক উত্তর ভালো, বেশ ভালো। তবে আমাদের ও তানভীরের প্রত্যাশা ছিলো আরো অনেক বেশী। আমরা আনন্দিত হয়েছি, সাথে সাথে হতাশও হয়েছি। কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি। ফলাফল প্রকাশের পর তানভীরের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। আমরাই ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বাভাবিক করেছি।

তানভীরা দুই ভাই-বোন। বোন কাকলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কৃতী ভায়ের পাশে সেও বসে ছিলো এবং ভাইয়ার কথায় সায় দিয়ে মিটি মিটি হাসছিলো। বাবা এম.এ মজিদ বাংলাদেশ সরকারের এডিসি জেনারেল। মা একজন সাধারণ গৃহিণী। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পরিবারের সবাই উপস্থিত ছিলো। জনাব মজিদ জানালেন, ছেলের পাঠ্যভ্যাসে অতি আগ্রহ দেখে আমি ওকে ছোট খাট একটি লাইব্রেরী গড়ে দিয়েছি। সময় পেলেই সে সেখানে গিয়ে বসে। তন্ময় হয়ে পড়াশুনায় ডুবে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। খেয়ালও থাকে না এখনও খাওয়া হয়নি, গোসল হয়নি।

তানভীরের পিতা-মাতা উভয়েই তাদের ছেলের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। ছেলে যাতে ভবিষ্যতে আরো ভালো করতে পারে সেজন্যে তারা শেষ সম্বলও খোয়াতে রাজী। তানভীর জানায়, পড়াশুনা শেষ করে সে দেশে ফিরে আসবে। কেন আসবে? কেউতো আসে না সচরাচর। আমি আসবো। উত্তর দেয় সে। আসবো এ কারণে যে, আমি বরাবরই স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশুনা করেছি। এসএসসিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভ করেছি। রাষ্ট্র এ যাবৎ আমার পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছে। কাজেই পড়াশুনা শেষে আমি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসবো।